॥ গণ-সংগীত সংকলন ॥

বাঁচার গান

শ্রীগোবিন্দ দাশ

(শ্রীদুর্মুখ)

॥ একটি আবেদন ॥

এই পুস্তিকার গানগুলির নিজস্ব সুর রচিত আছে। নতুন সুরারোপ করেও গাওয়া চলতে পারে। তবে প্রকৃত শিল্পী আসল সুর সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন; একজন শিল্পী হিসেবে সে আশা করা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে অন্যায় হবে না।

[বাঁচার তহবিলে : দশ পয়সা]

সবিনয় নিবেদন—

আবার আপনাদের কাছে এসেছি, আসতে বাধ্য হয়েছি এসেছি বাঁচার তাগিদে, এসেছি বাঁচানোর তাগিদে।

মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচনের আগে "গণ-ভূতের কাছারী" 'সাজান' বাগান শুকিয়ে গেল", "ঝাঁকের কই ঝাঁকে","দেশভক্ত ট্রেনিং সেন্টার", ফ্লাড নিয়ে ফাটকা" ভোটরঙ্গ প্রভৃতি পোষ্টার নাটিকা লিখে এই ভাবে ট্রেনপথে ফেরি করতাম, সেও বাঁচার তাগিদে। তবে সেবার, আর "এবারের মধ্যে তফাৎ কিন্তু অনেক—।

২২ বছরের বেশী আমরা স্বাধীন হয়েছি—আমরা স্বাধীন জাতি। ধিক। একজন প্রগতিবাদী. শিক্ষিত, সঙ্গীত শিল্পী অথচ বেকার যুবককে তাই এইভাবে ফেরি করে জীবিকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে বাঁচা চুলায় যাক্ না মরার রিহার্সাল দিতে হয়।

আমাদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্ত্তা. আমাদের রাজনৈতিক নেতারা আমাদের অর্থাৎ জনগণকে বলেন—'গণ-আদালত'। সেই 'গণ-আদালতের' আমিও কি একজন অংশীদার নই?

সেই প্রশ্নই সামনে রেখে এবার আবার এসেছি আপনাদের সামনে আমাদের একমাত্র মূলধন, আমার সূত্র লেখার পশরা নিয়ে। তাই বলছিলাম যে এবারও নিশ্চয়ই আপনাদের কর্ম্ম-চঞ্চল অথচ উদার মনে কিছুটা অন্তত দাগ কাটতে হয়তো সক্ষম হব।

একটী বিশেষ অনুরোধ

আজ আমি বেকার—তাই 'হকার'। পাকা আটটি জীবের একটি ধিকিয়ে চলা পরিবারের জীবিকা

নির্ব্বাহের জন্যেই আমি 'হকার'। আর এজন্যে আমার এতটুকুও সংকোচ বা লজ্জা নেই। তেত্রিশটা বছর পেরিয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। আর এই তেত্রিশটা বছরের মধ্যে কত বিচিত্র চরিত্রেই না আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে এই কঠোর বাস্তব সংসার-রঙ্গমঞ্চে। ছাত্র জীবনে দারিদ্র্যের উত্তাল তরঙ্গের সাথে পাল্লা দিয়ে উজানে সাঁতার কাটতে কাটতে কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সবে পা দিয়েছি, অমনি প্রচণ্ড ঝড়ের এমন একখানা ঝাপটায় ছিট্‌কে গেলাম যে সেখানেই সে জীবনের ইতি টেনে অদ্যাবধি নানা চরিত্রে একটানা অভিনয় করে হাততালি পাওয়া দূরে থাক, একটা মামুলি বাহবাও আর ভাগ্যে জুটল না। প্রথমে শিক্ষক, খেলোয়াড় আর লেখক এই তিনটে চরিত্রেই একসাথে সাজতে লাগলাম। তারপর কারখানার শ্রমিক গায়ক (বেতার), প্রেমিক, দশটা-পাঁচটার কেরানী আবার লেখক (শ্রীহেমুর্থ নামে), নাট্যশিল্পী ইত্যাদি নানা চরিত্রের অভিনেতা কিনা আজ অবশেষে বেকার—তাই 'হকার'। দৈনন্দিন 'চা গরম' থেকে সুরু করে 'দাদের মলম', 'বাদাম-চানাচুর', 'ধূপকাঠি', 'লজেন্স-বিস্কুট', 'আইস্‌ক্রিম-জল,' 'পান-বিড়ি', 'সূচ-সুতো', 'তালা-চাবি', সায় 'শাড়ী-গেঞ্জি-গামছা' পর্য্যন্ত

সংসারের প্রায় সব রকমের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের পশরা নিয়ে ট্রেনপথে চিড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়ে—কত অবজ্ঞা, কত তাচ্ছিল্য কত ধিক্কার, কত বিদ্রুপ, আবার কত অযাচিত উপদেশবাণীর মধ্যেও ফেরিকরা এই সব হকারবন্ধুদের আমিও একজন সহকর্মী, সমমর্ম্মী। তাই বিচিত্র হলেও এই হকার জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যার সংকলনে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিকের সংযোজন সম্ভব। জানি না সমাজের এই উপেক্ষিত মানুষগুলোর কথা সাহিত্যের কোন পূজারী বা রূপকারের সহৃদয় মনে দাগ কেটেছে কিনা। আমি অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত এমন কোন লেখা পড়িনি। সমাজের এই মানুষগুলোর কথা, বিচিত্র কায়দায় তাদের 'হক' করার ঢঙ্ বা 'হকিং টেকনিক' এর কথা তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথাই আমি ক্ষুদ্র যোগ্যতায় আপনাদের কিছু পরিবেশন করতে চাই—আমার আগামী বই 'হকার' এর মাধ্যমে। নিছক "রট্‌ন্-লিটারেচার" বা সাহিত্যের নামে অপসাহিত্যের ডামাডোলে "হকার" আপনাদের কর্ম্মব্যস্ত সময় নষ্ট করে বিরক্ত আনবে না বলেই দাবী করছি। পরিশেষে 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারার মত তাই এবারও মাত্র দশটা পয়সা 'বাজেট' রাখার জন্যে পূর্ব্বাহ্নেই একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি। নমস্কারান্তে—

শুভ নববর্ষ/১৩৭৭।

শ্রীগোবিন্দ দাশ
(শ্রীদুর্ম্মুখ)

আশার ছলনে

ও মোর দেশবাসী ভাইরে আমার—
স্বাধীন দেশে সুদিন চোখে দেখতে পেলাম না।
আজো) আশার বাধায় দিন বয়ে যায় নিরাশ তবু হলাম না॥
আশা এমন খাসা বটে
আশা) করতে হবে শ্মশান ঘাটে
হায়রে) বাত মানে না পোড়া পেটে, আগে জানলাম না।
অন্ন বিনে দিনে দিনে
টিকে আছি মৃত্যু বিনে
তবু) সাড়ম্বরের অনশনে যুক্ত হলাম না॥
কত আশায় বাঁধলামরে বুক
ঘুচবে এবার কিছু না দুঃখ্
ভাইরে) সস্তা নয়রে সুখেরি মুখ, ভুখা তবু ম'লাম না।
মাঠে মাঠে লুটছি ভূমি
রক্তে বোনা ধানের জমি
ভাইরে) কার খুনে কার ডাণ্ডা রাঙাই জানতে পেলাম না॥
আশাই ভাইয়ে সর্ব্বনাশা
হায়রে পোড়া-কপাল খাসা
একবার) দেখে শুনেও মরার আগে কামড় দিলাম না॥

গণ-বিপ্লবে

গণ বিপ্লবে—আয়রে আয় মিলি সবে
রক্ত পতাকা হাতে নে, ধর তুলে ভাই ওই যে দূর নভে।
আয় মজুর কিষাণ
(আয়রে) আয়রে নওজোয়ান
আয়রে মেহনতী জনতা তোল আওয়াজ ভাই ইন্‌কিলাব রবে।

ভাঙ্ কারা সবহারা
ভাঙ্ সমাজ এ ঘুণধরা,
সাজরে সাজ যুদ্ধ-সাজ,
ধনীকের এই শোষণ-রাজ
ছিন্নভিন্ন করবে আজ
দূর হটাব, দূর হটাব সমাজের দুষমনে সবে ॥
সব বাঁধন কর ছেদন
মোহ-মায়া পিছু কাঁদন,
ভয় কিসের—সামনে পথ।
এই লগন নে' শপথ
আমরা গড়ব নয়া জগত
সব রাঙাব, সব রাঙাব সাম্যবাদী নব-পল্লবে ॥
লাল সেলাম্ লাল সেলাম
নয় হিসাব আজ কি পেলাম ॥
আয় মিলাইরে কাঁধে কাঁধ
ইন্ কিলাব-জিন্দাবাদ।
কণ্ঠে কণ্ঠে তোল নিনাদ
সব মিলাব, সব মিলাব এই মিছিলের ঝঞ্ঝা বৈভবে ॥

*চাষীর খেদ

ও বাজান, চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে।
গরুর কাঁধে লাঙল দিয়া ঠেলতে—ঠেলতে—ঠেলতে
(মোরা) লাঙল খুড়ে ফসল আনি আতাল পাতাল হইতে
সব দুনিয়ার আহার জোগাই সেই না ফসল হইতে
আমরা না পাই খাইতে, পার কি কেউ কইতে?

বৌ দিয়াছে গলায় দড়ি· সাত দিন না খাইতে
ভূখের জ্বালার চাইতে কবরখানায় রইতে।
(এবার) লাঙল দিয়ে খুঁড়ি মাটি তারি দেখা পাইতে ॥
(মোরা) মাঠ চিরি ভাই লাঙল দিয়ে বুক চেরা তার চাইতে,
মাঠ চিরিলে ফসল ফলে, (ফসল) ফলে না বুক হইতে
পারি না দুঃখ কইতে বুক চেরা তার চাইতে ॥
এবার মাটি খুড়বরে ভাই, ফসল নাহি পাইতে.
(মাটি) দেখব খুড়ে আর কত্তদূর কবরখানায় যাইতে
জ্যান্তে মরার চাইতে· কবরখানায় রইতে ॥

চাষীর বিলাপ

প্যাটের জ্বালায় জইলা মইলামরে উপায় বল না।
কোথায় যাইয়া প্রাণ জুড়াব পাইনা যে তার ঠিকানা ॥
বৌয়ের গলার হাসলি গেছে
কাটা তাবিজ আর কি আছেরে
(কোলের) পোলার মাজার গোট ছিড়িতে শুনি নাই তার কান্দন
দুধের শিশু মায়ের কোলে
কান্দে সদাই মা মা বলে রে
(সেযে) কখন জানি ঢইলা পড়ে ত্যাজি ভবের যন্ত্রণা ॥
লাঙল বলদ তাওয়ে গেল
আমার বলতে আর কি র'লরে
(ওদীন) গোবিনের আজ কপাল ফেরে বুক হইল ফানাপানা ॥
[∘ ষ্টার চিহ্নিত গান দু'খানি সংগহীত গানের সম্পাদনে প্রস্তুত]

মজুর কিষাণের সারি

শ্রমিক ভাইও রে ভাইও— হেইও
কিষাণ ভাইও রে ভাইও—হেইও
জোয়ান ভাইও রে ভাইও—হেইও।
(যতই) আকাশ কালো কইরা আসে কালো ম্যাঘ
(তুমি) মজবুত হাতে নাওখানারে বাইও॥
(তোমার) হাতে আছে হালের কাটা
বুকে আছে তাগদ্ পাটা,
(আবার) মনে আছে অভয়াটা
(তুমি) উথাল পাথাল তুফান দেইখা ভয়ে না ডরাইও
(তুমি) জোয়সে তরী বাইও॥
তুমি মরদ আছ তেজী আছ
আছ নবীন যৌবন
খুন দিয়ে খুন বদলা নিতে
দুষমনেরি দুষমন।
(ওদের) বিষ মাখা দাঁত ভাঙতে হবে
বিভেদ ভুলে আয়রে সবে
(ওরে) জয় আমাদের হবেই হবে
রক্তমাখা লাল পতাকা সুমুখ পানে চাইও
তুমি, জোয়সে তরী বাইও॥

—স মা প্ত—

লেখক কর্তৃক ৩০।৬ আটাপাড়া লেন, কলি-৫০
থেকে প্রকাশিত।